উপসংহার

অতঃকিম্

সাময়িক পত্রিকা সমূহ সাহিত্য ধারারই অংশ বিশেষ। তবে মনে রাখতে হবে সাহিত্য আর সংবাদ এক নয়। সাহিত্যে তথ্যের সত্যাসত্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় না। অতিরঞ্জন কল্পনাপ্রসূত মনের ভাবনার পালে হাওয়া লাগিয়ে সাহিত্যের চলে পথ পরিক্রমণ। সাহিত্যের এই মায়াজাল সরিয়ে অভিনিবেশ সহকারে সূত্র অন্বেষণ ও সত্য যাচাই-বাছাই করে নিলে উঠে আসে সমকালীন যুগের খবর, কালের বার্তা। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য সেই সমস্ত সাময়িক পত্রিকার সাহিত্যিক রচনাগুলো থেকে দৃঢ়বদ্ধ তথ্যকে যথাযথ তুলে আনা।

যে কোন দেশের বা কালের সমকালীন সমাজ, জীবনচর্চা, অভিব্যক্তি জানতে হলে, সেই সময়ের সাময়িক পত্রিকাকে অবশ্যই জানতে হবে । কালের বক্রগতিকে রুদ্ধ করবার ক্ষমতা হয়ত সাময়িক পত্রিকার নেই, তবে তার ছাপ অবশ্যই পত্রিকাগুলির মধ্যে রয়ে যায়। আধুনিক কালের সমাজ ইতিহাস রচনায় যে কোন দেশ-কালের পত্র-পত্রিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । "আধুনিক কোন সময় খন্ডের আত্মপরিচয়ের অভিব্যক্তি খুঁজতে গেলে ঐতিহাসিক-গবেষক-চিন্তকদের সংবাদ-সাময়িক পত্রের স্তম্ভগুলিতে মনোনিবেশ করতেই হবে"।[১]

মেঘালয়ের সাময়িক পত্র-পত্রিকার এক ধারাবাহিক বিবরণ ও তৎসংশ্লিষ্ট ইতিহাসের পূর্বাপর আলোচনা এই গবেষনার উদ্দেশ্য। উপরন্তু রবীন্দ্রপর্যায় ও রবীন্দ্র অনুপ্রাণিত রচনা সমূহের বিবরণও এখানে তুলে ধরা হয়েছে ।

গৃহহীন বাঙালির এক নব অধ্যায়, তাদের আনন্দ বেদনা --- ঔপনিবেশিকতার দায়বদ্ধতা, আসামের ভয়াবহতা, মেজ্ঞহালয়ের রাজনৈতিক পরিমন্ডলের উন্মাদনা সমস্তই এই গবেষণার পরিসরে তুলে ধরবার প্রয়াস রয়েছে ।

মেঘালয়ে সেই যুগে বিনোদনের কোন সাধন ছিল না। নাছিল আজকের মত মিডিয়া, না ছিল গ্ল্যামার। সাহিত্য-শিল্প-নাটক চর্চা করে কেউ অর্থ উপার্জন করতেন না । বরং ঘরের পয়সা খরচ করে পত্রিকা প্রকাশনা করে অনেকেই দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন। শুধু সাহিত্যকে ভালোবেসে সর্বস্য পণ করেছিলেন তারা হাসিমুখে। আর এই কষ্ট দুঃখের বিনিময়ে তারা যা পেতেন বা দিতেন তা হচ্ছে অনাবিল আনন্দ। আজকের ধন সর্বস্য মনোবৃত্তি হয়ত এঁদেরকে 'পাগল' বলতে দ্বিধা বোধ করবে না । কিন্তু এই 'পাগল'দের পত্রিকা উদ্যোগেই আমরা লাভ করেছি শুধু মেঘালয়ের সাহিত্য সাধনাকে নয় , সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এক বিস্তৃত পরিধিকেও। অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখক কবিদের পথ চলা শুরু হয়েছিল এই সব ক্ষুদ্র পত্রিকারই হাত ধরে ।

প্রবাসী বা পরবাসী যে কোন জাতির আশা-আকাঙ্খার ধারক বাহক এই 'ক্ষণিকের অতিথি' সাময়িক পত্রিকাগুলি। কালের হিসাবে এরা হয়ত স্বল্পায়ু। কিন্তু কবিগুরুর ভাষায় বলতে গেলে --

"স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল

ক্ষণকালের ছন্দ।

উড়িয়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল

এই তারই আনন্দ ।।"

কিন্তু এই পলকের প্রজ্জ্বলন যে সময়সীমাকে আলোকিত করে, তাই চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে যায়। আর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যায় তার রেশ। সাময়িক পত্রিকাও তাই বটে। আলোচ্য গবেষণা প্রকল্প সেই সব প্রবাসী পরবাসী যারা নিজের ভাষা বা বাংলার উন্নয়ঙ্কল্পে উৎসর্গপ্রাণ তাদের সামান্য হলেও সাহায্য করবে এই আশা রাখি। বিশেষত উত্তর পূর্বাঞ্চলের মেঘালয়বাসী আশু বাঙালি প্রজন্মকে এই গবেষণা সন্দর্ভ নিজেদের অতীত সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভে সাহায্য করবে ।

সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের আলোকে আমাদের এই গবেষণার পথ চলা । গবেষণা সন্দর্ভের সময় সীমা অনুযায়ী প্রত্যেকটি পত্রিকার চরিত্র বৈশিষ্ঠ্য নিয়ে এক সামূহিক আলাপ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সমস্ত পত্রিকার বিশদ আলোচনা এই গবেষণার পরিসরে করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি, যে সমস্ত বিষয় আলোচনায় স্থানলাভ করতে পারে নি তা পরবর্তী গবেষক তথা লেখকদের মনন ও চিন্তনের জন্য তোলা রইল।